R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৬৬২২৮

৮৪শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

রাজানগর খোশালপুর রাস্তার প্রাচীন সেতু ভেঙে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের রাজানগর—খোশালপুর রাস্তাটি ওদিকের পনর/বিশটা গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের পথ। খড়খড়ি নদীর মোগলমারী ব্রিজের তলা দিয়ে প্রবাহিত জলধারা ঐ রাস্তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। বৃটিশ আমলে ঐ পথে গ্রামবাসীদের যাতায়াত, গরুগাড়ীতে ধান চাল নিয়ে যাওয়ার জন্য জলধারার উপর একটি লোহার বিম দেওয়া সেতু তৈরী হয়। কিন্তু বহুদিন সেতুটি সংস্কার করা না হওয়ায় তা জীর্ণ হয়ে পড়ে। এর উপর বর্তমানে ঐ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ইট ভাটা গড়ে ওঠে। ফলে ভাটায় যাতায়াতকারী ভাড়ী ট্রাক যাবার ফলে সেতুটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। মাটি সরে গিয়ে এখন শুধুমাত্র লোহার বিমের কংকালটুকু সার হয়ে পড়েছে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোনরকমে বিমের উপর দিয়ে মানুষজন পায়ে হেঁটে এবং সাইকেল ঠেলে এপার ওপার করছে। আশপাশের পনর/বিশটা গ্রামের মানুষকে প্রয়োজনে মহকুমা শহরে কিংবা সাগরদীঘি যাতায়াত করতে হচ্ছে দুর্গতির মধ্যে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে মহকুমা শহরে ফুলতলায় এক গণ-অবস্থানও হয়। মানুষজনের দাবী এই মুহূর্তে সেতুটির পূর্ণ সংস্কার করা হোক। গ্রামবাসীরা তাঁদের দাবীর সমর্থনে আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনা করে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায় সেতুটি সংস্কার কার্য্য শুরু করার জন্য টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং টেণ্ডারও হয়ে গেছে। মাটি ফেলাও শুরু হয়েছে বলেও তাঁরা জানান।

রাজ্য সরকারকে বাজার থেকে চাল কেনার নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা : সম্প্রতি পঃ বঃ সরকার গর্ব করে ঘোষণা করেন যে চাল উৎপাদনে এই রাজ্য ভারতের শীর্ষে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্ন তবে কেন এই রাজ্যে লেভি সংগৃহীত হয় না! কেন্দ্রীয় সরকার সেজন্য রাজ্য সরকারকে রেশনে দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং সংশোধিত রেশনে সরবরাহ করা চাল বাজার থেকে কিনে জনসাধারণকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ফুড করপোরেশন থেকে চাল না কিনে বাজার থেকে কেনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন বলে খবর। রাজ্য সরকার সমস্ত জেলা খাদ্য সরবরাহ কর্তৃপক্ষকে রাইস মিল, হাস্কিং মিল প্রভৃতি থেকে কিংবা পাইকারী চাল বিক্রেতাদের মাধ্যমে চাল কিনে রেশনে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারী ক্রয় মূল্য ধার্য্য হয়েছে—ধান সাধারণ ৪১৫ টাকা কুঃ, এ গ্রেড ফাইন ৪৫৫ টাকা কুঃ। চাল সাধারণ ৬৮০'৭০ পঃ কুঃ, সরু এ গ্রেড ৭২৫ টাকা কুঃ, আতপ ৭২১ টাকা কুঃ। এই সঙ্গে সরবরাহকারীরা বস্তার দাম ছাড়াও সেলাই, তোলা দেওয়ার খরচ হিসাবে পাবেন ৯ টাকা প্রতি কুঃ। সরকারী গুদামে চাল পৌঁছে দেবার খরচ হিসাবে পাবেন ৮ কিমি পর্যন্ত প্রতি কুঃ পিছু ৪'৮০ পঃ। বাণিজ্য কর লাগলে তাও দেবেন সরকার। তবে চালে ১৫% এর বেশী জলীয় বাষ্প থাকা চলবে না। রাজ্য সরকারকে আর চাল দেবে না কেন্দ্রীয় সরকার। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর আসনে তৃণমূল প্রার্থী নাও দিতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেস জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী নাও দিতে পারে। প্রার্থীর নাম এখন পর্যন্ত ঘোষণা না হলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সূত্রে জানা যায় প্রার্থী দিলেও বাইরের কোন প্রার্থী এখানে দাঁড়াচ্ছেন না। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে থেকেই প্রার্থী বাছাই হবে। সিপিএমের প্রার্থী হচ্ছেন ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খান। অন্যদিকে বিজেপি জঙ্গিপুর আসনে প্রার্থী দেবে কিনা বা দিলেও প্রার্থী কে হবেন —সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

নির্বাচনের মুখে বহু মুসলীম বিজেপিতে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ জানুয়ারী সুতী ১নং ব্লকের রামডোবা গ্রামে একরাল সেখ ও সাজ্জাদ সেখের নেতৃত্বে বহু মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিতে যোগ দিলেন বলে খবর। যুব মোর্চার জেলা সদস্য সুরজিৎ সিংহ ও বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী ঐ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, অযোধ্যা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী করে সিপিএম মুসলীমদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করলেও ঐ সম্প্রদায়ের মানুষ বর্তমানে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন।

সুতী থানার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার কানুপুর বহুতালীর মধ্যে পাগলা নদীর উপর ব্রীজ তৈরীর ভার পান কলকাতার চ্যাটার্জী ব্রাদার্স। সেই অনুযায়ী তাঁরা কাজও শুরু করেন। গত ২১ আগষ্ট ঐ কোম্পানীর হাড়োয়া ক্যাম্পে রাতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। প্রতীকী ।।

তৃণমূল কংগ্রেস দল নির্বাচন কমিশন হইতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রতীক চিহ্ন লাভ করিয়াছে। এই চিহ্ন হইতেছে, ঘাসের মধ্য হইতে উদ্গত একটি বৃন্তে এক জোড়া ফুল। অতঃপর ভোটারদের নিকট ঘাসের মধ্যে জোড়া ফুল চিহ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচয়বাহী হইবে।

এখন হইতে পুরাদস্তুর নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন দল অভিযান শুরু করিবে। একদল অন্য দলের সহিত সমঝোতায় আসিবার চেষ্টা করিবে। সব দলেরই লক্ষ্য ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করা। এই সমঝোতা সব সময় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির মধ্যে হয় না; এক দল অন্য কোনও বিরোধী দলের সহিত বোঝাপড়া করিয়া ভোটে নামিয়া পড়ে।

কংগ্রেস দলে নাকি ভাঙ্গন ধরিয়াছে। অনেক কংগ্রেসী নেতা দলত্যাগ করিয়া অন্য দলভুক্ত হইয়াছেন। কেহ বিজেপি, কেহ কেহ তৃণমূল কংগ্রেস, কেহ কেহ অন্য দলে নাম লিখাইতেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা দল ছাড়িয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহার ফলে কংগ্রেস দল অবশ্যই বেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে। অবশ্য দলত্যাগের ফলে কংগ্রেস দলের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া নেতৃবৃন্দ প্রচারও করিতেছেন। তবে কংগ্রেস দলের বড় বড় নেতাদের অনেকের মধ্যেই পারস্পরিক সদ্ভাব নাই, তাহা অনস্বীকার্য। সাধারণ কংগ্রেস কর্মী অথবা সমর্থকদের মধ্যে তাহার প্রভাব যে পড়িবে না, এমত বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অগ্রগতি ও বিজেপি-র বিস্তার রোধ করিবার জন্য মূলতঃ কংগ্রেস ও সিপিএম জোর লড়াই চালাইবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে যে জনসমর্থন আছে, যে জনপ্রিয়তা তিনি এ যাবৎ লাভ করিয়াছেন, তাহা নস্যাৎ করিবার চেষ্টায় তিনি সাম্প্রদায়িক, তিনি ধান্ধাবাজ প্রভৃতি নানা প্রচার চলিবে এবং চলিতেছেও।

অনেকেই বলিতেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্নটি খুবই অর্থবাহী হইয়াছে। ঘাস যেন সাধারণ স্তরের জনগণ, যাহাদের পোষকতা বা সমর্থনে দুইটি ফুল যাহা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের দ্যোতনা করিতেছে। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায় লইয়াই এই দল। মমতার কর্মধারা, তাঁহার সমর্থকদের সহযোগিতা আসন্ন নির্বাচনে কী ফল প্রদান করিবে, তাহা রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘাসফুল গোলাপ, পদ্মফুল প্রভৃতি অভিজাত ফুলেদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ; কিন্তু সূর্য ঘাসফুলকেও অবজ্ঞা করে না। সে ঘাসফুলের প্রস্ফুটনেও মদত দান করে। কবির কথা অনুযায়ী তুলনাটি আসিয়া পড়িল। পদ্ম, গোলাপ প্রভৃতি চিহ্নধারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ঘাসের মধ্যে জোড়াফুল দল, জনসমর্থনরূপ সূর্যের কাছে কতটা গ্রাহ্য, তাহা দেখা যাইবে।

নীতিবিযুক্ত রাজনীতি

অনুপ ঘোষাল

আবার ভোট। দুটো বছরও গেল না। উপায়ান্তর না দেখে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়েছেন। তিন গোষ্ঠী বিস্তর ধস্তাধস্তি করেও সরকার গড়তে পারল না। টলমল সরকার জোড়াতালি দিয়ে চলল কিছুদিন। তালিমারা জুতো বেশীদিন পদরক্ষা করতে পারে না। মতাদর্শের সংঘাত জাতীয় কিছু নয়, রাজনৈতিক দলগুলির নিছক দলবাজিতেই উনিশ মাসের কচি লোকসভা ভেঙে গেল। প্রায় হাজার কোটি টাকার ভোট খরচ ভোটারদের মাথায় চাপিয়ে পুনশ্চ ভোট। মাঠ-ময়দান—পথঘাটে শ্লোগান মিছিল, পাড়ায় পাড়ায় কাজিয়া, জিনিসপত্রের কয়েক প্রস্থ মূল্যবৃদ্ধি, গোটা দেশে হাজারখানেক লাশের পতন—অতঃপর ভোটগণনা এবং ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্ট। পর্বতের মূষিকপ্রসব। প্রায় অবধারিত পরিণতি।

কেন এমন হচ্ছে! জনগণের রায় এমন গোলমেলে কেন? পরিস্কার জনাদেশ কারো পক্ষে নেই। ইংলণ্ড-আমেরিকায় এমন তো হয় না। যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাদের বিলকুল উল্টে দেয়া হয়। আপ সাইড ডাউন বিজয়ী দলের পক্ষে দেশ-শাসনের নিরুদ্বিগ্ন অধিকার। নির্দিষ্ট সময় পেরোলে তাদের সামগ্রিক কাজের মূল্যায়ন। অস্থিরতার প্রশ্ন নেই। অথচ ভারতে তেমন হচ্ছে না। ছিয়াত্তর সালের ভোটে কোন দলের চূড়ান্ত গরিষ্ঠতা ছিল না। স্বাভাবিক পরিণতিতে মেয়াদ না ফুরোতেই আবার নির্বাচন এসেছিল। এবারেও তাই। পাল্টাপাল্টি মন্ত্রিসভাগুলি শপথ নেবার সময়ই বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, মাঝপথে ভোট অবশ্যম্ভাবী।

জনগণ ব্যালটবাক্সে সঠিক (বলা ভাল, সুনির্দিষ্ট) পথনির্দেশ করতে পারছে না। সাধারণ মানুষ কি বিভ্রান্ত? খেয়োখেয়ি এবং অসাধুতার রাজনীতিতে ক্লান্ত? অথবা বিরক্ত? তাহলে এত ভোট পড়ে কেন? ভোটেভোটে অসহিষ্ণু মানুষ শেষ পর্যন্ত বুথে গিয়ে আবার কেন ভোট দেয়? এবং ভোট দিয়ে আরো গোলমাল পাকিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মাথার চুল ছেঁড়েন।

মৌলিক একটা প্রশ্ন সংগত কারণেই উঠছে—কোন দল বা গোষ্ঠীর ওপরই জনগণ আস্থা প্রকাশ করতে পারছে না কেন! গোলমালটা ঠিক কোথায়? পরনির্ভরশীল, বুদ্ধিহীন, অশিক্ষিত ইত্যাদি ইত্যাদি যত বিশেষণই ভারতীয় ভোটারদের গায়ে লাগানো হোক না কেন—অন্তরাত্মা বলুন কিংবা বিবেক, একটা বোধ কিন্তু সাধারণ মানুষকে চালনা করেই। অর্ধেক নিরক্ষরের দেশও নিছক ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং মাইক ফুঁকে কিংবা মাসল্‌ চমকে দুচারজন এম এল এ, এম পি বাঁড়িয়ে নেয়া যেতে পারে কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রের কুর্শি দখল করা যায় না। অমন ডাকসাইটে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকেও সরে যেতে হয়েছিল এই অর্ধশিক্ষিতের ভোটেই। ভোটাররা সরিয়ে দিতে জানে, কিন্তু পরিবর্তে যোগ্যতর কাউকে আনতে জানে না। ঝামেলাটা এখানেই।

ভোটের ফলে তেমন সুনির্দিষ্ট সংকেত থাকছে না কেন? বোধহয় 'বোকা' ভারতবাসী বুঝে ফেলেছে, সারা দেশ আজ দলে দলে ছয়লাপ; কিন্তু দলগুলি দেশসেবাটেবার জন্য কিছু নয়। তাদের আসল লক্ষ দলসেবা। কিংবা আরেকটু পরিস্কার করে বললে, আত্মসেবাই স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতির মুখ্য লক্ষ্য বিনা পুঁজির রমরমা ব্যবসা আজকের রাজনীতি।

এই আধুনিক রাজনীতি থেকে ভাল মানুষরা শত হস্ত দূরে থাকছেন। ক্ষীয়মান প্রজাতি হিসাবে তেমন মূল্যবোধের যাঁরা ছিলেন তাঁরাও নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন ক্রমশঃ। প্রাকৃতিক নিয়মে শূন্যতা থাকে না। তাই দলগুলি আজ দেশপ্রেমিকের বদলে ধান্দাবাজে ভরে গেছে, দুর্বৃত্তের ভিড়ে ঠাসাঠাসি। অমুক রাও, তমুক প্রসাদ কিংবা ললিতাবিশাখা প্রমুখ জনগণের 'বাপমা'-দের বিরুদ্ধে চুরিচাপাটির কেস চলছে। ব্যাপক দুর্বৃত্তায়নের ফলে রাজনীতি থেকে নীতিটাই উধাও।

দস্যু রত্নাকরের পাপের ভাগ তারই পোষ্য পুত্রপরিজন নিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আজকের রাজনৈতিক দস্যুদের কুকীর্তির ফলভোগ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। সেই রাজনৈতিক মহামানবদের পাপের ফল দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রতিপদে ভাগ করে নিতে হচ্ছে। হবেও। পালাবার পথ নেই। অথচ সবকটা উল্টো। দস্যু রত্নাকরের অর্থে প্রতিপালিত (৩য় পৃষ্ঠায়)

আমমোক্তারনামা খারিজ

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, গত ইংরাজী ১৯৯৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে IV-6 নম্বর খাসমোক্তারনামা গৌতম রায় পিতা ঝড়ুলাল রায় সাং ছাবঘাটী, থানা সূতী অধীনে যাহা আমি রেজিষ্ট্রি করিয়া দিই তাহা বর্তমানে বিশেষ অসুবিধাহেতু ৩১/১২/৯৭ তারিখে IV-80 নং রহিতকরণ দলিলে রহিত করিলাম। তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম।

ইতি—দিলীপ চৌধুরী

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

নববর্ষের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়

বাণীপুর কালীতলা সদর রাস্তার উপর একটি বাড়ীসহ ১৪ই কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে। প্রয়োজনে প্লট হিসাবেও জায়গা বিক্রয় হইবে।

কিশোরীমোহন সাহা

C/o. সুপ্রিয় হার্ডওয়ার

বাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

নীতি বযুক্ত রাজনীতি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল তার স্ত্রীপুত্র। আর জনগণের অর্থে নবাবি করেন নেতারা। প্রতিদানে সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসে তঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের দায়। সারাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ। উগ্রপন্থা। প্রশাসনে ঢিলেমি। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা। শিল্পে নৈরাজ্য। পুঁজির হাহাকার। চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি। ডলার কিনতে হচ্ছে চল্লিশ টাকায়। এবং....এবং....

আধুনিক রাজনীতিকরা কেমন? তাঁদের নীতিহীনতার উদাহরণ দিতে গিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের তালিকা পেশ করা হয়। সকলের কথা আমরা বলি না। কোন দক্ষিণী মক্ষিরাণী মুখ্যমন্ত্রী পাঁচশো জোড়া বালা আর সাতশো জোড়া জুতো পরেন; কোন যাদব মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ভগবান সে নয়-নয়ঠৌ লেড়কেঁ-লেড়কিঁ যাঁকা বরদান মিলা, নয়বৌ মকান বনায়া তো কা হুয়া, উন্‌হো নে আসমানসে রহেগাকা'; কিংবা কোন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সুপুত্র অর্থলগ্নি সংস্থা গড়ে কিংবা দেশসেবার জন্য ঝুঁকিয়া আমদানির ভনিতায় ফেঁপে উঠলেন; অথবা কোন মিঃ ক্লিন মুখ্যমন্ত্রীর 'বাচ্চা ছেলেটা' কম্যুনিজমকে কলা দেখিয়ে বিসনেস ম্যাগনেট হিসাবে প্রখ্যাত হলেন। এসব তালিকা আইসবার্গের টিকি মাত্র। অধিকাংশটাই জনগণের নজরের বাইরে।

কর্কটের পচন ধরেছে রাজনীতির সর্বাঙ্গে। হাইকমাণ্ড কিংবা পলিটব্যুরো থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতি স্তরে দুর্নীতি বেঁধেছে বাসা। নীতি গেছে হটে। পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত লক্ষ্য করুন, চুপসানো গাল ফুলে চিকচিক করছে। কুঁড়ে ভেঙে উঠেছে অট্টালিকা। সাইকেল বদলে হিরো হুণ্ডা। পাঠক বলবেন, লোকের ভাল দেখে প্রতিবেদকের চোখ টাটায়। ভাল থাকুন, মহামানব নেতৃবৃন্দ সুখে থাকুন; কিন্তু জনগণ যে সেই তিমিরেই থেকে গেল। দুবছর অন্তর ভোট খরচ করে জয়ী বাবুদের অমায়িক হাস্য-সহকারে প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই যে পেল না তারা!

আজও ঘোর বর্ষায় কাদির সেখের উনুন ধরে না। পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী দিনান্তে বাবুদের বাড়ি থেকে একসরা বাসি ভাত আনলে বাচ্চারা ভাগ পায়। কারণ পরাণ বিড়ি বাঁধতে গিয়ে দুই ফুসফুস যক্ষা নিয়ে ফিরে এসে আজ নিষ্কর্মা। সামনে ভোটের কটাদিন মিছিল করলে হাতপার্টি এবং কেত্তাপার্টির কাছ থেকে ঝাণ্ডাপিছু দশ টাকা পাবে, সেই আশায় দিন গুণছে। বলছে, 'থুড়িথাড়ি, লেগে যা ভোট!' ভোট ফুরোলে ফের চোখে অন্ধকার। এদের চোখে আলো দেবে কে?'

তাই বলি, শুধু টেকনোলজি আর পুঁজি আমদানি নয়; ভারতীয় রাজনীতির জন্য কিঞ্চিৎ নীতি আমদানি করা হোক। কিন্তু মুশকিল হল, বিশ্বের কোন দেশ থেকেই বা করা যাবে আজ! বিশ্বের মুক্ত বাজারে অঢেল পুঁজি, বিপুল পণ্য। কিন্তু নীতির বাজারের ঠিকানাটা কেউ দিতে পারবেন কি?

সগর্বে ফিরে দেখা—পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছর

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা এবং সাক্ষরতার প্রসার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসার জনগণের কাছে দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতির সুনির্দিষ্ট ফসল:

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক।

প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক প্রদান।

নজীরবিহীন সংখ্যায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ প্রসারণ।

কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি।

রাজ্যব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি।

কুড়ি বছরে রাজ্য শিক্ষা বাজেট ২৩ গুণ বৃদ্ধি।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ রচনা।

শিক্ষার সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রমের সুফল এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে।

সমাজের উন্নতিকল্পে স্বচ্ছ ধারণা, নব উদ্যোগ এবং ঐকান্তিকতা পশ্চিমবঙ্গকে প্রগতির পথে পরিচালনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এক জাতি, এক আকাঙ্খা আর একই লক্ষ্য

একজন ভারতীয় হওয়ার অর্থ, নব্বই কোটি মানুষের আবেগ আর আকাঙ্খার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

এক হয়ে যাওয়া এক বিশাল গতিপ্রবাহের সঙ্গে, যার মধ্যে অবয়ব পাচ্ছে স্বাধীনোত্তর ভারতের নতুন মুখ।

একজন ভারতীয় হিসেবেই তাই আমরা এক হয়ে যাই কৃষি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা শিক্ষাক্ষেত্রে—এই দেশের এক একটা বিরাট পদক্ষেপের সঙ্গে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই ঐতিহাসিক লগ্নে আসুন আমরা নতুন করে নিই সংহতির শপথ। আগামী শতকের দিকে আমরা পা বাড়াই—এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে—আবার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ভারতের স্বাধীনতার আর সংহতির সুবর্ণজয়ন্তী)

সুতী থানার বিরুদ্ধে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দু'জন সশস্ত্র দুবৃর্ত্ত সাইট ম্যানেজার মানস হাজরার ঘরে ঢুকে তাঁকে মারধোর করে পনের হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে খবর। সুতী থানায় অভিযোগ করলেও কেউ এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

হারাইয়াছে

গত ১ জানুয়ারী বেলা ১-৩০ নাগাদ উমরপুর থেকে মালদার মধ্যে কলকাতা—রায়গঞ্জ রুটের সি এস টি সি বাস থেকে হলুদ কভারের মধ্যে রাখা পারসোন্যাল ডাইরী, কিছু সার্টিফিকেট ও দরকারী কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগের অনুরোধ করছি।

শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী, রঘুনাথগঞ্জ
ডাঃ বি, কে, মনোজ, মুরারই (বীরভুম)

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

প্রতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্ডার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম্য কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর আসনে তৃণমূল (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে জঙ্গিপুরে বিজেপি শেষ পর্যন্ত কোনও প্রার্থী না দিলে স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্ব চরম ক্ষুব্ধ হবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। কারণ, নেতারা মনে করেন জঙ্গিপুরে মমতার তৃণমূলের থেকে বিজেপির সংগঠন ও ভোটার দুটিই মজবুত। সে তুলনায় তৃণমূলের স্থানীয় কোনও নেতা জঙ্গিপুর আসনে দাঁড়ালে বামবিরোধী অধিকাংশ ভোট কংগ্রেসের বাক্সে পড়বে বলে তাদের ধারণা। জঙ্গিপুর আসনে কংগ্রেস বরকত গণি খান চৌধুরীর ভাই আবু হাসান মান চৌধুরীকে প্রার্থী করতে ইচ্ছুক। তবে কিছু প্রদেশ নেতা জঙ্গিপুরে অধীর চৌধুরীকে প্রার্থী করার জন্য প্রদেশ নেতৃত্বকে এখনও চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি সূত্রে শেষ খবর, তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বহরমপুর আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে জঙ্গিপুরে বিজেপির আসনে স্বাধীন সান্যালের প্রার্থী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বলে খবর

চাল কেনার নির্দেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তার বদলে তাদের দেওয়া হবে প্রচুর গম রেশনে সরবরাহের জন্য। দারিদ্র্য সীমার নীচের মানুষকে সস্তা দরে গম কিন্তু দেওয়া হবে না। রেশনে তাঁরা গম পাবেন সকলের সঙ্গে একই দরে। এই ব্যবস্থার ফলে চালের হোলসেলাররা সরকারকে চাল বিক্রি করে লাভবান হবেন। দরের ওঠা পড়া বন্ধ হবে।

সবার সেরা বাটার জুতো

ছেলে বুড়ো তরুণ-তরুণী সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই বাটার জুতো। জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই 'বাটা'। বাটার সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই বাটার জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

Bata

অনুমোদিত ডিলার—
অরিজিৎ দে
(ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে)
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯